Released
14-3-1952

সুপ্রভাত ফিল্মস-এর

নিবেদন

শ্রীকালীকিঙ্কর বিশ্বাসের

প্রযোজনায়

# নিরক্ষর

★ ★ ★ মতিমহল থিয়েটার্স রিলিজ ★ ★ ★

সুপ্রভাত ফিল্মস্ লিমিটেডের প্রথম চিত্রার্ঘ্য !

# নিরক্ষর

প্রযোজনা : শ্রীকালীকিঙ্কর বিশ্বাস

কাহিনী : শ্রীচরণদাস ঘোষ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

| | | সহকারীগণ | |
|---|---|---|---|
| গীতকার : | নীরোদ রায় | | |
| শব্দযন্ত্রী : | অবনী চ্যাটার্জি | পরিচালনায় : | বিদ্যুৎ ধর |
| চিত্রশিল্পী : | জয়ন্তী জানি | | গোপাল ব্যানার্জি |
| সম্পাদনা : | বীরেন গুহ | চিত্রশিল্পে : | রাম অযোধ্যা, রাম |
| দৃশ্য-পরিকল্পনা : | প্রফুল্ল নন্দী | শব্দযন্ত্রে : | ধীরেন পাল, |
| রূপসজ্জাকর : | তিনকড়ি অধিকারী | | নারায়ণ |
| প্রধান ব্যবস্থাপক : | মধু রায় | সঙ্গীতে : | বসন্ত গুপ্ত |
| ব্যবস্থাপনা : | কালিপদ সানকী | | বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, |
| সংগঠনকারী : | কালীকিঙ্কর বিশ্বাস | | নন্দগোপাল বিশ্বাস |
| | মিছরীভূষণ চট্টোঃ | দৃশ্য-পরিকল্পনায় : | ছেদীলাল, |
| | চন্দ্রকান্ত মণ্ডল | | বরজু |
| | দীনেন্দ্রনাথ রায় | রূপসজ্জায় : | মনোতোষ রায় |
| কর্ম্মসচিব : | অজিত মুখার্জি | সম্পাদনায় : | মণি ব্যানার্জ্জি, |
| প্রচার-সচিব : | সুধীর সান্যাল | | কাশী বোস |

সঙ্গীত-পরিচালনা : অজিত বসু ( বাদু )

[ বেঙ্গল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং বেঙ্গল ফিল্মস্ লেবরেটরিজ লিঃ কর্তৃক পরিস্ফুটিত ]

রূপায়ণে : সন্ধ্যারাণী, স্মৃতিরেখা, সুপ্রভা, অর্পণা, সাবিত্রী, নিভাননী, ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সাধন সরকার, সমর রায়, ফণী রায়, আশু বোস,

এবং

আদিত্য, সিদ্ধেশ্বর, হৃষিকেশ, সুধীর, নাগেন, শ্যামাপদ, গোপাল, বিমল, জীবন, প্রসাদ, মিছরী, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ, মন্মথ, শশী, গোকুল, কান্তু মিশির, যজ্ঞেশ্বর, মাষ্টার সত্যব্রত, মাষ্টার মন্টু, মাষ্টার নবগোপাল, মাষ্টার দিলীপ, আশালতা, কুমারী অণিমা, কুমারী গার্গী প্রভৃতি।

পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ, ৬৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## নিরক্ষর

### (গল্পাংশ)

দুস্থা অনাথার একমাত্র সন্তান মলিন—গ্রামের স্কুলে ফ্রী-তে পড়ে। শুধু পড়েই না, পড়ার মত পড়ে—সকলের নজর ছেলেটার ওপর, গ্রামের নাম রাখবে সে। স্কুল-ইনেস্‌পেক্টর পরিদর্শনে এসে আকৃষ্ট হ'লেন ছেলেটির অসামান্য প্রতিভায়, ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—মলিনের বৃহত্তর উজ্জ্বল জীবনের নির্দেশ দিয়ে।

বিদ্যালয়ের সভাপতি নিবারণ মিত্তিরের ছেলে ভাঁটুও পড়ে মলিনের সঙ্গে। নিবারণ একে বড়লোক তায় বিদ্যালয়ের সর্বেসর্বা। নিজের ছেলেকে ডিঙ্গিয়ে যাবে একটা ভিখারীর ছেলে এ তার সহ্য হোল না—সামান্য অছিলায় স্কুলের খাতা থেকে নাম কেটে দিলো তার। এ ব্যাপারে আঘাত পেলো অনেকেই—নিবারণের ছেলে ভাঁটু ও মেয়ে সন্ধ্যাও 'মলিন'কে অত্যন্ত ভালবাস্‌তো—তারা মলিনের 'মা'-কেও বড়মা বলে ডাক্‌তো—তাঁর এই দুঃখে তারা সান্ত্বনা জানাল কিন্তু সবল পিতার দুর্দমনীয় হিংস্র প্রবৃত্তির প্রতিরোধে আকস্মিক কোনও প্রতিকার খুঁজে পেল না। স্কুল-ইনস্‌পেক্টর খবর শুনলেন—এবং মলিনকে ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন—মলিন ফিরে এলো এম-এ পাশ ক'রে গ্রামে—প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব নিয়ে—কিন্তু তখন তার মায়ের দুর্দশা সীমাহীন—ভাঁটু ও সন্ধ্যার তত্ত্বাবধানে গাঁয়ের লোকের সাগ্রহে প্রদত্ত ভিক্ষা-অন্নে তখন তাঁর দিন চল্‌ছে।

কিছুদিনের মধ্যেই নিবারণ মিত্তির সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লেন তাঁর স্ত্রী সরস্বতী ও ছেলে মেয়ের, মলিনের আর তার

মায়ের প্রতি অকারণ দাক্ষিণ্যের আধিক্য লক্ষ্য ক'রে। 'সন্ধ্যার' বিয়ে দিলেন তিনি—যাতে ক'রে মেয়েকে তাঁর ছিনিয়ে নিতে পারেন এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে।

মলিন এই ব্যাপারের পর কলকাতায় গিয়ে চাকরির প্রস্তাব তুললো এবং প্রয়োজন হোল ২।১ মাস কলকাতার খরচ চালাবার জন্য পঞ্চাশটি টাকার—তিন মাসের মেয়াদে কর্জ্জ দিলো নিবারণ—মলিনের ভদ্রাসন বাঁধা পড়লো। মলিন কথা দিলে চাকরী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ঋণ পরিশোধ ক'রে দেবে।

ক'লকাতায় এসে পর পর তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও মলিন কোনও কাজের জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারলো না—দেশ থেকে খবর এলো তার অনাথা জননী নিরাশ্রয়। 'মলিন' ভেঙ্গে পড়লো—ক'লকাতায় চাকরি খোঁজার অবসরে লেখা পি,আর,এস-এর থিসিস্ সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ ক'রেছিল—তার সম্বন্ধেও বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো মন। এই সময় খবর পেলো কোনও ধনীর কন্যার বিবাহের জন্য এক নিরক্ষর পাত্র চাই। তাকে মাসিক হাত খরচ হিসাবে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেওয়া হবে। শিক্ষার প্রতি উন্নাসিক—মানসিক ব্যর্থতার প্রচণ্ড আঘাতে মলিন স্বীকার ক'রে নিল এই প্রস্তাব। ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে খবর পেলো সন্ধ্যা বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে বৈধব্য গ্রহণ ক'রেছে। কিন্তু মলিনের মায়ের সেবার কাজ সে পরিত্যাগ করেনি, বৈধব্যের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একেও সে কাজের অঙ্গ হিসাবে মেনে নিয়েছে। নিবারণ আদালতের লোক নিয়ে মলিনের ভদ্রাসন থেকে তার অনাথা মা-কে তাড়িয়ে দেবার জন্য যখন আয়োজন করলো, বাধা দিলো সন্ধ্যা—কাশী থেকে গুরু এসেছিলেন সন্ধ্যাকে দীক্ষা দিতে—গুরু-সহ সন্ধ্যা এসে দাঁড়ায় ঘটনাস্থলে—নিবারণ বিব্রত হ'য়ে হাত গুটিয়ে নেয়—গুরুদেব মলিনের মায়ের সেবার কাজেই তাকে দীক্ষা দিয়ে বিদায় নেন—ব'লে যান মলিন এসে তার মায়ের ভার নিলে সে যেন কাশীতে তাঁর আশ্রমে এসে আশ্রয় নেয়।

এদিকে বড়লোক ব্যারিষ্টার মিঃ বোসের যে মেয়েটি আব্দার করে একজন নিরক্ষরকে বিয়ে করবে তার ঘটনাটি এইরূপ। মাতৃহারা মেয়েটি পড়তো একটি সুদর্শন যুবকের কাছে—মিঃ বোস্ সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন তাঁর আইন-আদালতের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে। যুবকটি নিজেকে অবিবাহিত ব'লে পরিচয় দিয়েছিল কিন্তু মিঃ বোসের কন্যা ঝরণা যখন অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে ছেলেটির ভালবাসায় তখন একদিন প্রকাশ হোল মাষ্টারটি শুধু বিবাহিতই নয় তার দু-তিনটি ছেলে মেয়েও আছে। ভেঙ্গে পড়লো বটে ঝরণা—কিন্তু এই আকস্মিক শিক্ষার ও শিক্ষিতের জঘন্য মিথ্যাচার তাকে সমস্ত শিক্ষিত সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল—তার জীবনে এলো আমূল পরিবর্তন। নিরক্ষরের ভূমিকায় অভিনয় করতে মলিন গ্রহণ করলো বিবাহের প্রস্তাব।

বিয়ের পর সূক্ষ্ম আইন-অভিজ্ঞ মিঃ বোস মলিনের প্রতিভা-উজ্জ্বল সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা দেখে প্রায়ই ভাবতেন এমন ছেলে একি নিরক্ষর হ'তে পারে? কিন্তু মলিনের অমলিন অভিনয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সকল কৌশলী দৃষ্টির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিতো, ঝরণা চেষ্টা করতো তাকে শেখাতে কি ক'রে নাম সই করতে হয় ইত্যাদি। ঝরণাও ক্রমশঃ বুঝ্‌লো শুধু নিরক্ষর স্বামী নিয়ে সভ্যসমাজে বাস করা কি কঠিন।

মলিন মাঝে মাঝে তার পুরানো মেসে যেতো। সেখানকার চাকরের সঙ্গে ছিল তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা—সে রাখ্‌তো গ্রাম থেকে আসা তার মায়ের চিঠি। একদিন সে মায়ের চিঠি পেলো, তিনি হতাশায় ভেঙ্গে প'ড়ে লিখেছেন এম-এ পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার ক'রেও শুধু মাত্র জীবন ধারণের জন্য আজ তুমি হ'লে নিরক্ষর? চিঠিখানা ভুলে মলিন পকেটে রেখে চলে এলো।

ঝরণা খুঁজে পেলো মলিনের পকেটে—নিরক্ষর স্বামীর যথার্থ পরিচয়—পরদিন কাগজে বেরোলো মলিনের ছবিশুদ্ধ নতুন পি, আর, এস-এর ছবি।

তারপর ঝরণার জীবনে নামলো আনন্দের ঝরণা—মলিনের মায়ের জীবনে এলো নতুন সূর্য্যোদয়—আর সন্ধ্যা—???

## ( গান )

( ১ )

ঘুম ভাঙানোর রাত এলো ঐ
চাঁদ জাগা রাতে
ঢেউ ভাঙার দোল লাগে ঐ
মধু জ্যোছনাতে।

নয়ন বলে, এসো কাছে বসো আমার পাশে
স্বপন বলে ; দুলিয়ে দেবো মনের অভিলাষে
চরণ বলে—আজকে কেহ নাইবা এলো সাথে—
মধুর জ্যোছনাতে॥

( ২ )

সময় বলে ; কি চাও বলো—দেবো উজাড় করে,
প্রণয় বলে ; চাই যে তারে বাঁধতে—বাহু ডোরে।
(মোর) হৃদয় বলে,একলা চলো সুদূর অজানাতে—
মধু জ্যোছনাতে॥

নিঝুম ধরায় নেইকো সাড়া
নেইকো বাঁশী গো ;
আছে শুধু বাঁকা চাঁদের—
মিষ্টি হাঁসি গো
আর, বিধুর হিয়ার দহন জ্বালা কারো আঁখিপাতে
মধু জ্যোছনাতে।

(কেন) দূরে যেতে মন নাহি চায়
জানিনা স্বপন মম কেন ভেঙে যায়।
যে মালা গাঁথিনু কত সাধে ;
তাহাতে পরাতে কেন বাধে,
আশার মুকুল মোর মালাতে শুকায়।
যে ছিল আঁধার পারে সুদূর দেশে ;
সে আসে জীবনে মম রাজ বেশে।
মালার বাঁধনে যারে চাই
আমার ভুবনে সে তো নাই।
নিঠুর নিয়তি কেন দুকুল ভাসায়।

( ৩ )

(কোন্) নতুন খুশীর জোয়ার এসে
দোলায় আমার মন।
মধুর হোয়ে উঠলো কি তাই
ভুলের আলিঙ্গন।
গহন মনের গোপন চাওয়া
পেল কি তার সকল পাওয়া।
আঁধার যেন হঠাৎ পেলো
আলোর নিমন্ত্রণ।
বর্ষা মুখর ঝড়ের রাতে
রিক্ত পাখীর মত,
স্বপন ভাঙ্গা নয়ন মেলে
ছিলাম আশাহত।
নতুন বাসা বাঁধতে এসে
হারিয়ে গেলাম মরুর দেশে,
আজকে দেখি সেই সাহারা
প্রেমের বৃন্দাবন।

( ৪ )

গোপনে রেখেছ যারে
সে আজি এমন করে
ধরা দিল মোর কাছে—মধুময় হোয়ে গো—
মধুময় হয়ে।
প্রণয় নূতন বেশে : মরম মাঝারে হেসে,
কি যে গেল কয়ে গো—কি যে গেল কয়ে।
তবু কেন অভিমানে—
কাঁদে আঁখি মন জানে
কেন এ ছলনা বলো ; আমার হৃদয় লয়ে।
খেলাতে ভুলের খেলা যে এলো জীবনে মম ;
মধুর পরাজয়ে আজি সে নিরুপম।
বুঝি তারিই অনুরাগে
গানে মোর দোলা লাগে।
মিলন আবেশে হিয়া দোলে আজি রয়ে রয়ে॥

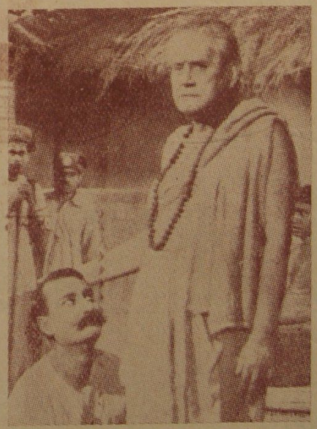

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং-র

# বি শ্বা মি ত্র

কাহিনী :– কৃষ্ণধন দে, এম, এ,

পরিচালনা :—ফণি বর্ম্মা

Printed at Glasgow Printing Co., Ltd., Howrah.